অতিরিক্ত সচিব হলেন দারিয়াপুরের আব্দুর রশিদ

সরকারের যুগ্ম সচিব থেকে পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেলেন আব্দুর রশিদ। তিনি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ক্লাবপাড়ার বাবুবাড়ীর মৃত শববত আলী ও রোকেয়া বেগমের ছোট ছেলে।

বর্তমানে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মরত আছেন।

আব্দুর রশিদ দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে এসএসসি, মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৬ সালে এইচএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তিনি ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ২০০১ সালে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ফরিদপুর জেলায় সহকারী কমিশনার হিসেবে। এরপর তিনি চারভদ্রাসন, দেবহাটা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ফরিদপুর, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদপুর জেলা পরিষদ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার খুলনা পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

শেরপুরে বিএনপি’র হামলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শ্রীবরদী উপজেলা সেক্রেটারি রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে দেশব্যাপী নারীদের প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে দলটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা ও

পৌর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা শহরের মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাসপাতাল এলাকা ঘুরে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা আব্দুল হালিম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হকসহ স্থানীয় ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মিছিল চলাকালে নেতাকর্মীরা “হত্যাকারীদের বিচার চাই”, “সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ কর”, “নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর”—এমন নানা স্লোগান দেন।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, শেরপুরে পরিকল্পিত ও পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলায় জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, এই হামলার রাজনৈতিক দায় বিএনপি এড়াতে পারে না। অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, দেশে নারী নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য উদ্বেগজনক। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জানমালের সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তারা।

সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ, নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং শেরপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়াতে বিএনপির নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রাম বিএনপি’র উদ্যোগে নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জোড়পুকুরিয়া বাজারে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া ১নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবাদুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান মাহবুব, মেহেরপুর জজকোর্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি নাজমা খন্দকার, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সঞ্চালনায় ছিলেন, জেটিএস মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন হেলু।

জনসভায় বক্তারা বলেন, দেশ আজ এক কঠিন সময় পার করছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিএনপির বিকল্প নেই। তারা বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি ও অবকাঠামো খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রধান অতিথি আমজাদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন,

“দেশকে আবার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বিএনপিকে

রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে হবে। সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকারই পারে জনগণের কথা শুনতে ও সমস্যার সমাধান করতে।”

তিনি আরও বলেন, “বিএনপি জনগণের দল। কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি অতীতেও কাজ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।”

বক্তারা আগামী নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সকল নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

জনসভায় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামায়াতের নির্বাচনী গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে জামা ভেদয়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচনী গণমিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার দিকে গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে এই গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণমিছিলটি মটমুড়া স্কুলপাড়া থেকে শুরু হয়ে গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ক্লাবপাড়া এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, ঘুষ ও চাঁদাবাজির রাজনীতিতে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “ইনশাআল্লাহ জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচারভিত্তিক

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।” এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. রবিউল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সংগঠক মোজাহিদুল ইসলামসহ জামায়াত ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের মানুষ এখন পরিবর্তন চায়। তারা আর দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা নেতৃত্ব দেখতে চায় না। জামায়াতে ইসলামী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আগামী দিনে একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠনে কাজ করবে বলে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল

শেরপুরে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক জামায়াত নেতা নিহত হওয়ার ঘটনায়, নারী কর্মীদের হেনস্তা ও হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা মডেল মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা “রেজাউল ভাই মরলো কেন, তারেক জিয়ার জবাব চাই”, “প্ল্যান প্ল্যান কোন প্ল্যান, মানুষ খুনের মাস্টারপ্ল্যান”, “হ্যাঁ মানে হাদি, না মানে মোদি” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির খান জাহান আলী, এবি পার্টির আহ্বায়ক রফিকুজ্জামান এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিএনপির দুই নেত্রী

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন।

সড়ক দুর্ঘনায় আহতের বিষয়টি আড়াল করে একটি মহল ‘জামায়াতের হামলায় আহত’ বলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে নেটদুনিয়ায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ শুরু হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা শেষে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোছা. রোমানা আহমেদ ও বিএনপি নেত্রী সাবিহা সুলতানা। আমঝুপি ও চাঁদবিলের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে একটি কুকুরের সঙ্গে তাদের রিকশার ধাক্কা লাগে। এসময় রিকশাটি উল্টে যায়। এতে রোমানা আহমেদ ও সাবিহা সুলতানা আহত হন।

ঘটনার পর রোমানা আহমেদ এবং সাবিহা সুলতানার স্বামী শফিক সেন্টু তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দুর্ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে পোস্ট করেন। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোতেও ঘটনাটি একটি সাধারণ সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়।

তবে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে এই দুর্ঘটনাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চালায় হয়। ফেসবুকে দাবি করা হয়, ধানের শীষের প্রচারণা শেষে ফেরার পথে জামায়াত-শিবিরের হামলার শিকার হন রোমানা ও

সাবিহা।

তবে আহত বিএনপি নেত্রী রোমানা আহমেদ বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ঠিক হচ্ছে না।

জেলা জামায়াতের রাজনৈতীক সেক্রেটারি মো. রুহুল আমিন বলেন, এভাবে দুর্ঘটনার খবর জামায়তের ঘাড়ে চাপিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাওয়া বিএনপির দেউয়ালিয়াত্ব প্রমাণ করে। এটা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সামিল। তিনি প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীদের প্রতি অনুরোধ জানান, দোষীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় হোক।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত নেত্রীদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে জামায়তের নেতারা ছুটে যান।

আহত রোমানা আহমেদ তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে জানান, যারা দুর্ঘটনা নিয়ে বিএনপির জামায়াতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন তারা ঠিক করছেন না।

সেখানে এ নেত্রী দুর্ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে জামায়াতের উপর দোষ চাপানো বন্ধ করার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে মসজিদের দখলকৃত খাস জমির একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৬০ বছর ধরে মসজিদের কাজে ব্যাবহিত খাস জমির উপর একমালিকানা হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মানববন্ধন করেছে গৌরীনগর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তার বলেন,মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে

মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজে ব্যাবহার করে আসছে।
বর্তমানে গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে সামাদুল এবং আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন নামের দুইজন মিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

মসজিদ কমিটির সভাপতি বলেন, মসজিদের সাথে একটি ডোবা খাস জমি ৬০ বছর ধরে মসজিদ কমিটি মসজিদের কাজর ব্যাবহার করে আসছে। তবে জমিটি বর্তমানে মসজিদের পশ্চিম পাশের সামাদুল ও সুমন নামের দুইজন জমিটিকে জোর পূর্বক দখল করার চেষ্টা করছে।

তাই জমিটির দখল ঠেকাতে এবং জমিটি মসজিদের নামে আইন অনুযায়ী লিজ দেয়ার জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আজকে মানববন্ধন করছি। মানববন্ধনে মসজিদ কমিটির সদস্য এবং শত শত মুসুল্লী অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, মানববন্ধনের পরে উভয়পক্ষ আমার কাছে এসেছিলেন। উভয়পক্ষের আমিন ও সরকারি আমিন দিয়ে মেপে মিমাংসা করার বিষয়ে উভয়পক্ষ মত দিয়েছেন।

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে কুতুবপুরে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুর পৌর যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুনের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শে প্রতিদিনের ধারাবাহিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডে বুধবার বিকেলে ধানের শীষের নির্বাচনী প্রচারণা, গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসূচিতে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান

দেন, সাধারণ মানুষের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, যুগ্ম আহবায়ক শিমুল বিশ্বাস, ছাত্রনেতা রাসেল, বিজল, শাকিল, মাহিন, আশিক, স্বপন, মোমিন, নোমান, মনিব, সোহাগ, কানন, সোহান, জয়, দোয়েলসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।

মুজিবনগরে দাড়িপাল্লার পক্ষে নারী প্রচারণায় বাধা, অভিযোগ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে দাড়িপাল্লার প্রার্থী তাজউদ্দীন খানের পক্ষে নারী ভোটারদের প্রচারণা কার্যক্রমে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামে ১১ দলীয় জোটের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ দাড়িপাল্লার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে গেলে বিএনপির কয়েকজন নেতাকর্মী এতে বাধা দেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যতারপুর গ্রামের মো. সাগর (পিতা: টগি বিশ্বাস), মো. সাব্দার (পিতা: পাঞ্জু বাঘ), মো. ইশাদুল (পিতা: ইয়াজউদ্দীন), মো. সাবু (পিতা: কছি হাজি), মো. কালু বিশ্বাস (পিতা: মাদার আলী বিশ্বাস)সহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যারিকেড দিয়ে প্রচারণাকারীদের আটকিয়ে রাখেন এবং গালিগালাজ করেন।

পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনকে জানানো হলে দীর্ঘ সময় পর একজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অভিযোগ রয়েছে,

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও অভিযুক্তরা অশালীন আচরণ ও গালিগালাজ করতে থাকেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা খানজাহান আলী। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করার এমন ঘটনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সকালে কলেজের খেলার মাঠে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতীম শীল, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক, পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ফয়েজ মোহাম্মদ প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ফুয়াদ খান, সহকারী অধ্যাপক মোঃ নাহিদ আনদালিব, মোঃ নাহিদ রেজা, মোঃ আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে মোট ১৭টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, ১৫০০ মিটার দৌড়, লৌহ গোলক নিক্ষেপ, বর্ষা নিক্ষেপ, দীর্ঘ লম্ফ, পিলো পাসিং এবং ‘যেমন খুশি তেমন সাজো’

প্রতিযোগিতা।

এর আগে জাতীয় পতাকা, কলেজ পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে শপথ গ্রহণ ও মাঠ প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।